তাযকিয়্যাহ

ইসলামে তাযকিয়্যাহর গুরুত্ব অপরিসীম। মুঅমিন হতে হলে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকতে হলে যেসব কাজ করতে হয় এর গুরুত্বপূর্ন একটি হচ্ছে তাযকিয়্যাহ। তাযকিয়্যাহ মুঅমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট। একজন মুঅমিনের জন্য তাযকিয়্যাহ খুবই গুরুত্ব পূর্ন।
তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে আমাদের অনেকেই সঠিক ধারনা নেই। আর এই সুযোগে এক শ্রেনীর ভন্ড পীর আমাদের প্রতারিত করে, তাযকিয়্যাহকে পুজি করে অবৈধ ফায়দা লুটে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। তাই তাযকিয়্যাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সঠিক ধারনা থাকা আবশ্যক। আসুন! বিষয়টি সম্পর্কে একটু জেনে নেই।

তাযকিয়্যাহ পরিচিতিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ বিশুদ্ধ করন, শুদ্ধি করন, পরিচ্ছন্ন করন, সত্যায়ন, পাপ মুক্তি, ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

- তাফসীর জালালাইনে এর অর্থ লিখা হয়েছে অন্তরকে "শিরক মুক্ত করা"।
- তাফসীর কুরতুবীতে এর অর্থ লিখা হয়েছে..
  - অন্তর দিয়ে ঈমান আনা
  - অন্তরকে কুফর, শিরক ও পাপ মুক্ত করা
  - সম্পদের যাকাত আদায় করা।

তাযকিয়্যাহর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ ভাল ভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় তাযকিয়্যাহর ৩টি শ্রেণী রয়েছে। যথাঃ

১ম শ্রেনীর তাযকিয়্যাহ হচ্ছে যাবতীয় কুফর শিরক থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। এই ধরনের তাযকিয়্যাহ করা এবং এজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রতিটি মুঅমিনের ফরজ কাজ। যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে না সে আনায়াসে কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়বে। এতে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল বরবাদ হয়ে যাবে। তখন সে আর মুঅমিন থাকতে পারবে না। বরং মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে সূরাহ বাক্বারাহর ১২৯ এবং ১৫১তম আয়াতে, সূরাহ আ-ল ই'মরানের ১৬৪তম আয়াতে, সূরাহ জুমুয়া'হর ২য় আয়াতে এবং সূরাহ নাযিয়াতের ১৮তম আয়াতে এই ধরনের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(129)

(কা'বাহ পূনঃনির্মানের পর ইবরাহীম আঃ আল্লাহর কাছে দয়া করে বললেন) হে রাব্ব! তাদেরই (মক্কায় বসবাস কারী আরবদেরই) একজনকে তাদের রাসূল বানিয়ে পাঠিও, যে তোমার বিধান তাদের কাছে পাঠ করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) আর তাদের তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে বিশুদ্ধ) করবে। নিশ্চয় তুমি মহা-পরাক্রম শালী, প্রজ্ঞাময়। (২ বাকারাহঃ ১২৯)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151)

যেমনঃ তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদেরি একজনকে। সে তোমাদের কাছে আমার আয়াত (কিতাব, বিধান) পাঠ করবে, তোমাদের তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে বিশুদ্ধ) করবে, শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ,) শিক্ষা দেবে যা তোমরা জানতে না। (২ বাকারাহঃ ১৫১)

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (164)

আল্লাহ মুঅমিনদের প্রতি দয়া করেছেন, তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরই একজনকে, যে তাদের কাছে আল্লাহ আয়াত (কিতাব ও বিধান) পাঠ করবে, তাদের তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে বিশুদ্ধ) করবে, শিখাবে কিতাব ও হিকমাহ (কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও আগে তারা চরম বিভ্রান্ত ছিল। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ১৬৪)

২য় শ্রেনীর তাযকিয়্যাহ হচ্ছে যাবতীয় কাবীরাহ (মহাপাপ) থেকে বিশুদ্ধ হওয়া ও পরিচ্ছন্ন থাকা। এই ধরনের তাযকিয়্যাহর জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ফরজ। কাবীরাহ থেকে বেঁচে থাকতে না পারলে মানুষ কাবীরাহ গোনায় জড়িয়ে ফাসিক হয়ে যায়। তখন তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়। এই ধরনের তাযকিয়্যাহর জন্য আমরা প্রচেষ্টা অব্যহত রাখব। তবে আমরা নিজেকে পরি পূর্ন ভাবে এমন তাযকিয়্যাহ করতে পারব না। কারনঃ পাপ মুক্ত থাকা বা নিজেকে পাপ মুক্ত রাখা আমাদের সাধ্যের বাহিরের কাজ। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা (দুনিয়া ও আখেরাতে) পাপ মুক্ত করতে পারবেন এবং করবেন। এই ধরনের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে সূরাহ বাক্বারার ১৭৪ এবং আ-ল ই'মরানের ৭৭তম আয়াতে। ইরশাদ হচ্ছে..

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174)

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের কোনো কিছু গোপন করে অথবা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে বদলে ফেলে, তারা আসলে আগুন দিয়েই উদর পুর্তি করছে। পরকালে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপমুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব। (২ বাকারাহঃ ১৭৪)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)

আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত শপথ ভঙ্গ করে, আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নাই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ মুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৭)

৩য় শ্রেনীর তাযকিয়্যাহ হচ্ছে সকল প্রকার পাপ ও বদ অভ্যাস থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা তথা নিজেকে সম্পূর্ন দুষ মুক্ত করে ফেলা বা দূষ মুক্ত মনে করা, যা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা কেবল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। সূরাহ নাজম এর ৩২ তম আয়াতে এই ধরনের তাযকিয়্যাহর কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে..

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32)

যারা (কুফর, শিরক, নেফাক সহ) বড় পাপ সমূহ আর (যিনা, সমকামিতা সহ সকল) অশ্লীলতা পরিহার করে চলবে তবে (তাদের) ছোট পাপ সমূহ (তিনি মাফ করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার প্রভূর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত; যখন মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে ছিলে। তোমরা নিজেদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে (পাপ থেকে পবিত্র হয়ে গেছ) এমন মনে কর না। তিনিই জানেন; কে মুত্তাক্বী। (৫৩ নাজমঃ ৩২) (যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকল সেই মুত্তাক্বী)

তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতিঃ

১ম শ্রেনীর তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অধ্যায়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে মানব আত্মাকে কুফর শিরক থেকে মুক্ত করতে হবে এবং মুক্ত রাখতে হবে। ইহাই হবে ১ম শ্রেনীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু তাযকিয়্যাহ করতেই হবে।

আর ২য় শ্রেনীর তাযকিয়্যাহর জন্য আল্লাহর কালাম এবং রাসূল সাঃর সুন্নাহ অধ্যায়ন করতে হবে এবং কুরআন সুন্নাহর নীতিমালা মেনে মানব আত্মাকে যাবতীয় পাপাচার, হিংসা বিদ্বেষ, দম্ভ অহমিকা সহ সকল প্রকার অবৈধ কামনা বাসনা থেকে পরিচ্ছন্ন করার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ইহাই হবে ২য় শ্রেনীর তাযকিয়্যাহর সঠিক পদ্ধতি। মুঅমিন হতে হলে এতোটুকু প্রচেষ্টা করতেই হবে। তবে এই ধরনের চূড়ান্ত তাযকিয়্যাহ হবে পরকালে। মহান আল্লাহ্ মানুষের পাপ সমূহ মোচন করে মানুষকে এমন তাযকিয়্যাহ দান করবেন।

৩য় শ্রেনীর তাযকিয়্যাহ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল আল্লাহই পারেন মানুষকে পাপমুক্ত করতে এবং পাপ মুক্ত রাখতে। তাই এজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

একটি ভূলের অবসানঃ আমাদের সমাজের কিছু ভন্ড তাযকিয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করে লোকজনকে বুঝায় পীরের কাছে মুরিদ হয়ে তাদের বানানো তরিকা মেনে মারিফত ও তরিকতের নামে মনগড়া যিকির ও অযিফা পাঠ করা এবং পীর থেকে সনদ ও ইজাজত নিয়ে সমাজে পীরের খালীফাহ (প্রতিনিধি) হিসাবে কাজ করা।

তাযকিয়্যাহ সম্পর্কিত কয়েকটি বিধানঃ

বিধানঃ ১ = আল্লাহ্ রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষকে তাযকিয়্যাহ তথা কুফর শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে...

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ(2)

তিনি উম্মীদের (আরবদের) মাঝে তাদেরই একজনকে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর বিধান পাঠ করবে, (কুফর শিরক থেকে) তাদের তাযকিয়্যাহ (পরিচ্ছন্ন) করবে, শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমাহ (তথা কুরআন ও সুন্নাহ) যদিও ইতিপূর্বে তারা চরম বিভ্রান্তিতে ছিল। (৬২ জুমুয়া'হঃ ২)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ(17) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ (18)

তুমি কি জানোঃ মূসার খবর? যখন রাব্ব তাকে পবিত্র তোয়া উপত্যকায় ডেকে বললেনঃ ফেরাউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করছে, তাকে বলঃ তুমি কি নিজেকে তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক থেকে বিশুদ্ধ) করতে চাও? (৭৯ নাযিয়াতঃ ১৫-১৮)

বিধানঃ ২ = তাযকিয়্যাহ সফলতার মাপকাটি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারল সেই সফল। ইরশাদ হচ্ছে...

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ(15)

ওই ব্যক্তি সফল যে তাযকিয়্যাহ (কুফর শিরক মুক্ত) হতে পারল, প্রভুর নাম স্মরণ করল আর সালাত আদায় করল। (৮৭ আ'লাঃ ১৪-১৫)

বিধানঃ ৩ = পাপ মোচনকেও তাযকিয়্যাহ বলা হয়। আর পাপ মোচন করা শুধুই আল্লাহর কাজ। ইরশাদ হচ্ছে...

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)

আর যারা সামান্য (দুনিয়ার) বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত শপথ ভঙ্গ করে, আখেরাতে তাদের জন্য কিছুই নাই। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের তাযকিয়্যাহ (পাপ মুক্ত) করবেন না। তাদের তরে কঠিন আযাব। (৩ আ-ল ই'মরানঃ ৭৭)

বিধানঃ ৪ = তাযকিয়্যাহ যেহেতু আত্মার ব্যাপার, তাযকিয়্যাহ যেহেতু আত্মার সাথে সম্পর্কিত। তাই পরিপূর্ন ভাবে তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ পরি পূর্ন তাযকিয়্যাহ করতে পারে না /পারবেও না। ইরশাদ হচ্ছে...

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50)

তাদের দেখনি? যারা নিজেকে তাযকিয়্যাহ করে (পূত ও পবিত্র মনে করে।) আসলে (কেউ কাউকে তাযকিয়্যাহ করতে পারে না। তাযকিয়্যাহ করার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আর) আল্লাহ তাযকিয়্যাহ করেন যাকে খুশী। (তাযকিয়্যাহ অর্থ কুফর শিরক ও পাপাচার থেকে নিজকে বিশুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ রাখা। যে ব্যক্তি নিজেকে কুফর শিরক থেকে বিরত রাখবে আল্লাহ তাকেই তাযকিয়্যাহ করবেন) কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। (৪ নিসাঃ ৪৯-৫০)

জ্ঞাতব্য ও পটভূমিঃ তাযকিয়্যাহ অর্থ পবিত্র করন, বিশুদ্ধ করন, আত্মশুদ্ধি করন। যাবতীয় কুফর, শিরক ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে পবিত্র করা ও পবিত্র রাখার নাম তাযকিয়্যাহ। যে ব্যক্তি কুফর শিরক ও পাপ কাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ তাকেই বিশুদ্ধ করেন।

অথচ কিছু মানুষ মনে করে মনগড়া তরিকায় সাধনা করলেই তাযকিয়্যাহ হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে পীর সাহেবই পারেন মুরিদকে তাযকিয়্যাহ করতে। অনেক ভন্ডপীর তার মুরিদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে বলে সনদ ও দিয়ে দেয়। যারা এমন করে তারা আল্লাহ্র উপর মিত্যাচারে রত। এদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছেঃ

বিধানঃ ৫ = নিজের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে বা অন্য কারো তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে; এমন মনে করা নিষেধ। ইরশাদ হচ্ছে...

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ

الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ(32)

যারা (কুফর, শিরক, নেফাক সহ) বড় পাপ সমূহ আর (যিনা, সমকামিতা সহ সকল) অশ্লীলতা পরিহার করে চলবে তবে (তাদের) ছোট পাপ সমূহ (তিনি মাফ করে দেবেন।) নিশ্চয় তোমার প্রভূর ক্ষমা অপরিসীম। তিনি তখন থেকেই তোমাদের ব্যাপারে অবগত; যখন মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, যখন তোমরা ভ্রূণ আকারে মাতৃগর্ভে ছিলে। তোমরা নিজেদের তাযকিয়্যাহ হয়ে গেছে (পাপ থেকে পবিত্র হয়ে গেছ) এমন মনে কর না। তিনিই জানেন; কে মুত্তাক্বী। (৫৩ নাজমঃ ৩২) (যে ব্যক্তি কুফর, শিরক ও পাপচার থেকে বেঁচে থাকল সেই মুত্তাক্বী)

লেখক..
মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ।
০৩/০৭/২০২০ ঈসায়ী।

প্রতিষ্ঠাতা মহা পরিচালক		আইসাহ সিদ্দীক্বাহ রাঃ বালিকা মাদরাসাহ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
প্রতিষ্ঠাতা মহা পরিচালক		ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট (অনলাইন)
প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর		ইউরুপিয়ান জামিয়া ইসলামিয়া, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।
প্রধান উপদেষ্টা		ইসলামিক প্রভিশন, যুক্তরাজ্য।
মেম্বার হিয়ারিং ও ফতোয়া কমিটি		মিডল্যান্ড শারীয়াহ কাউন্সিল।

www.muftisaeed.org.uk